সমকাল

22 OCT 2016
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১

ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতি

ঢাবি ও জবিতে ১৭ জনের কারাদণ্ড

■ সমকাল ডেস্ক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতি ও প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে ১৭ জনকে আটক করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এর মধ্যে ঢাবি থেকে ১৩ জন ও জবি থেকে আটক করা হয়েছে ৪ জনকে। পরে তাদের প্রত্যেককে দুই বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক জানান, গতকাল শুক্রবার দুপুরে ঢাবির বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত 'ক' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতির অভিযোগে ১৩ জনকে আটক করা হয়। পরে তাদের প্রত্যেককে দুই বছরের কারাদণ্ড দেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রবীন্দ্র চাকমা।

ঢাবির প্রক্টর (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ড. এ এম আমজাদ বলেন, গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হলে দায়িত্বরত শিক্ষকরা বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে ওই ১৩ জনকে আটক করেন। পরীক্ষার সময় তারা মোবাইল ফোন ও বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করছিলেন। আটকরা হলেন– ইডেন মহিলা কলেজ কেন্দ্র থেকে ইমরান খান সুজন ও সাবিয়া ইসলাম নওরীন, আইবিএ কেন্দ্র থেকে আল ইমরান, সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ থেকে আকাশ খন্দকার, নিউ মডেল কলেজ থেকে জাহিদ হাসান, আইডিয়াল কলেজ থেকে তারিক চৌধুরী, ঢাকা মহানগর মহিলা কলেজ থেকে অবনী রায়, বদরুন্নেছা মহিলা কলেজ কেন্দ্র থেকে মাহমুদুল হাসান তারেক, মতিঝিল আইডিয়াল কেন্দ্র থেকে সাদমান ইয়াছির, বাওয়ালি কলেজ থেকে আল-আমিন, মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজ থেকে ইসতিয়াক আহমেদ, জুলকার নাইন নির্ঝর ও মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে সঞ্চিতা রানী।

জবি প্রতিনিধি জানান, 'এ' ইউনিটের (বিজ্ঞান ও লাইফ অ্যান্ড আর্থ সায়েন্স অনুষদভুক্ত) ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতি ও প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে দুই পরীক্ষার্থীসহ চারজনকে দুই বছরের কারাদণ্ড দেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রহিমা আক্তার। গতকাল বিকেলে পরীক্ষা চলাকালে ক্যাম্পাস এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়। দণ্ডিতরা হলেন– বিসিএস কনফিডেন্স কোচিং সেন্টার জবি ক্যাম্পাসের পরিচালক মফিজুর রহমান রনি, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সাইফুদ্দিন লিখন, ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী আবদুর রহমান ও মোস্তাক আহম্মেদ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. নুর মোহাম্মদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতি ঠেকাতে কঠোর অবস্থানে আছে জবি প্রশাসন।